“জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি পলিসিতে অবদান রাখতে চাই”

তপন কান্তি সরকার, সভাপতি, সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইটি বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন ও বর্তমান পেশাজীবীদের সংগঠন CTO Forum (Chief Technology Officers’ Forum)। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ব্যাংকগুলোর দায়িত্বে থাকা আইটি প্রধানদের নিয়ে গঠিত ব্যাংকারস সিটিও ফোরামের কার্যকলাপ, পরিধি ও উদ্দেশ্যকে ব্যাপকভিত্তি দিয়ে পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ। এটি একটি অলাভজনক সংগঠন যার উদ্দেশ্য নিজেকে এমন একটি ট্রাস্টি পার্টনার, নীতিনির্ধারক, রেগুলেটর ও অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যা দেশের আইসিটি খাতে দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে। সিটিও ফোরামের উদ্দেশ্য, কার্যাবলীসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয় সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের বর্তমান সভাপতি তপন কান্তি সরকারের সাথে। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **সুজন দাস**। সাক্ষাৎকারটির উল্লেখযোগ্য অংশ:

সি নিউজ: সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ-এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে সি নিউজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ গঠন করার পেছনে কোন বিষয়টা কাজ করেছে?

তপন কান্তি সরকার: আমাদের দেশে আইটি খাতটি বেশি পুরোনো না হলেও একেবারে নতুনও নয়। এটি এখন বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলেছে। দেশে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) রয়েছে। কম্পিউটার সফটঅয়্যার বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটঅয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) রয়েছে। কিন্তু যারা ব্যবহারকারী বা যারা তাদেরকে নিয়ে ডিল করে তাদের নিয়ে কথা বলার কোনো অ্যাসোসিয়েশন নেই। আমরা যারা ব্যাংকগুলোতে আইটি ডিপার্টমেন্টের প্রধানের দায়িত্বে আছি তারা আলোচনায় বসে ঠিক করলাম যে আমাদেরও একটি অ্যাসোসিয়েশন থাকা দরকার। ফলে আমরা ব্যাংকারস’ সিটিও ফোরাম গঠন করি। পরবর্তীতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আইটি কর্মকর্তারাও বললেন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই। তখন তাদেরকে নিয়ে আমরা ব্যাংকারস’ সিটিও ফোরামকে সম্প্রসারিত করে সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ গঠন করি।

সি নিউজ: সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ-এর উদ্দেশ্য কী?

তপন কান্তি সরকার: বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিটিও ফোরাম বাংলাদেশ গঠন করা হয়েছে। যেমন, আমরা চাই, আমাদের সদস্যরা যেন খুব সহজে তাদের মধ্যে জ্ঞান আদান প্রদান করতে পারে। যেমন ধরুন, অপেক্ষাকৃত কোনো নতুন ব্যাংক যখন একটি ব্যাংকিং সল্যুশন তাদের ব্যাংকে প্রয়োগ করতে যায় তখন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই ফোরামের মাধ্যমে সেই ব্যাংকটি অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও বড় কোনো ব্যাংকের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবে। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও সংগঠনের তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের মধ্যে খুব সহজে তথ্য আদান প্রদান করার ব্যবস্থা করাটাও আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আমাদের সদস্যদেরকে প্রজেক্ট প্ল্যানিংয়ে সাহায্য করে থাকি। জাতীয়ভাবে যেসব আইসিটি পলিসি হয় সেসব পলিসিতে অবদান রাখার উদ্যোগ নেওয়াও আমাদের ফোরামের উদ্দেশ্য।

সি নিউজ: সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া কী?

তপন কান্তি সরকার: আমাদের পাঁচ ধরনের মেম্বারশিপ রয়েছে। প্রথমেই লাইফ ফেলো, সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের ফেলো সদস্যদের মধ্য থেকে এঁরা নির্বাচিত হন। যারা অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও দেশের আইটি সেক্টরে যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তাদেরকেই আমরা লাইফ ফেলো সদস্যপদ দিয়ে থাকি। এরপর আছে ফেলো, এই সদস্য পদটি পেতে হলে প্রার্থীর অবশ্যই কোনো প্রতিষ্ঠানে আইটি ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসেবে কমপক্ষে পনের বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং কোনো অ্যাসোসিয়েশন বা ফোরামের সদস্য হিসেবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এরপর আছেন মেম্বার, দেশের আইসিটি ইউজার অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তা যাদের সিটিও ফোরামের অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হিসেবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা আছে তারা এই মেম্বার পদটি পেতে পারে।

তারপর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, যেসব আইটি কর্মকর্তা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর ধরে কাজ করছেন তারা অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হতে পারবেন। আর আছেন অনারারি মেম্বার, যারা দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে আইটি প্রধান হিসেবে দুই বছর ধরে কাজ করছেন তারা এটি হতে পারবেন।

সি নিউজ: আমাদের দেশে আইটি এনাবল্ড সার্ভিসের ভবিষ্যৎ কেমন বলে মনে করেন?

তপন কান্তি সরকার: ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তো বলা যায় না। তবে আমরা যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারি আমাদের দেশের আইটি খাতেরও অনেক উন্নতির সুযোগ আছে। এখন প্রতিযোগিতার বাজার। প্রতিযোগিতায় যে প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তির নতুন নতুন বিষয়ে অভ্যস্ত হতে হবে।

সি নিউজ: আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো যে মোবাইল ব্যাংকিং/ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে তা কী যথাযথ?

তপন কান্তি সরকার: আমি মনে করি সকল ব্যাংকই আইটিকে তাদের ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে যেভাবে আইসিটির ব্যবহার বেড়ে চলেছে এতটা অন্য কোনো খাতে দেখা যায় না। তবে কিছু কারণে দেশে মোবাইল ব্যাংকিং বাধার শিকার হচ্ছে। যেমন ধরুন, দেশের বাজারে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম অনেক বেশি। তাছাড়া ইন্টারনেটের লাইন মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই নিরবচ্ছিন্ন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম এবং এর বাধাহীন ব্যবহারের ওপর সরকারের কাজ করা উচিত।

সি নিউজ: প্রযুক্তি সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভীতি কাজ করে তা নিরসনের জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কী?

তপন কান্তি সরকার: আমরা সবে যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে। এ ব্যাপারে আমাদের সদস্যদেরকে উৎসাহিত করার নানামুখী প্রয়াস গ্রহণ করব আমরা।

সি নিউজ: আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য সি নিউজের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। সিটিও ফোরাম বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

তপন কান্তি সরকার: আপনাকে এবং সি নিউজকেও ধন্যবাদ।